আজকের কাগজ

তারিখ ... ১১.৯.৯৭

পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ২ ...

৩২

০৪

পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধ

আমরা 'নটরডেম ডিবেটিং ক্লাবের' পক্ষ থেকে দেশের ৮ থেকে ১৫ বছর বয়সের ছাত্রদের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সচেতনতা যাচাই করার জন্যে একটি জরিপ চালিয়েছিলাম। তাতে দেখা গেছে ' দেশ কবে স্বাধীন হয়েছিলো' – প্রশ্নের জবাবে অনেকে লিখেছে ঃ '২৬ মার্চ।' 'মুক্তিযুদ্ধ কাদের বিরুদ্ধে হয়েছে' – প্রশ্নের জবাবে অনেকে লিখেছে ঃ 'ইংরেজদের বিরুদ্ধে'। হাসিও পায়, দুঃখও আসে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া আজ থেকে শুরু হয়নি।

সাত বীরশ্রেষ্ঠের শিহরণ জাগানো সংগ্রাম নিয়ে প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু হয়েছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস। তারপর দশম শ্রেণীতে এসে দায়সাড়া দায়িত্ব হিসেবে জহির রায়হানের 'সময়ের প্রয়োজনে' রোজনামচা। ব্যাস, এটুকুই দায়িত্ব শেষ। অথচ, কোন্ প্রেক্ষাপটে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো, বাঙালী জাতির সার্বিক জাগরণ এবং ভবিষ্যতে সমাজ তথা রাষ্ট্রজীবনে মুক্তিযুদ্ধের ভূমিকা কি, হওয়া উচিত তা সম্পূর্ণই অনুপস্থিত থেকেছে।

আমরা অবাক হয়ে লক্ষ্য করি, উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্যে একটিও গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ নেই মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে। বোর্ড কর্তৃপক্ষের ভয়, যদি আবার ছাত্ররা সব জেনে ফেলে। ত্রিশ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি, তা যদি আমাদের সাহিত্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকে, তাহলে তো আমাদের শিক্ষাই অসম্পূর্ণ।

কিন্তু এর পরিণাম খুব একটা ভালো হবে না। আমাদেরকে পড়তে হচ্ছে এমন কবিতা যার লেখক সৈয়দ আলী আহসান। নাম কৃষ্ণ ও রাধার প্রেমকাহিনী; তাও আবার দেশপ্রেমমূলক কবিতার লেবাস দিয়ে। আমাদেরকে বাধ্য হয়ে জ্ঞানার্জন করতে হচ্ছে অর্ধশতাব্দী আগে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির শিল্পরুচি কিরূপ ছিলো ঃ 'ফুলের মূল্য' গল্পে। অথচ, আমাকে জানতে দেয়া হবে না তাদের নাম যাদের রক্তে আজও আমি বাংলায় কথা বলতে পারছি।

আমাদের শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের মূল কারণ পাঠ্যসূচীতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার অভাব। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে শিক্ষা আমাদের যথেষ্টই হয়েছে। তাই কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে আবদার নয়, আমরা চাই মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত সত্য ইতিহাস।

মোঃ ইব্রাহীম খলিলুর রহমান,
ছাত্র,
নটরডেম কলেজ, ঢাকা।